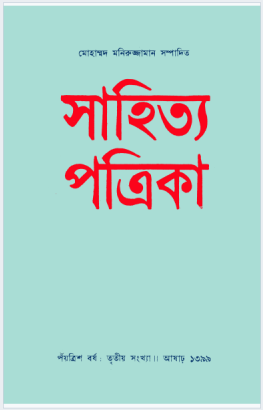

Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চর্যাপদের শব্দ : উৎস পর্যালোচনা

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.4
Pages	60-70
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চর্যাপদের শব্দ : উৎস পর্যালোচনা

মনোয়ারা হোসেন

প্রাচীন যুগের বাংলা শব্দ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। বিভিন্ন চর্যাপদ-সম্পাদকের সম্পাদিত পাঠের পার্থক্য এবং প্রাচীন যুগের শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থনির্ধারণে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতানৈক্য শব্দের সঠিক শ্রেণী, সংখ্যা ও হার নির্ধারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আসছে। উদাহরণ প্রমাণে ৪৯ সংখ্যক চর্যার উল্লেখ করা যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠ অনুসারে এই চর্যার দ্বিতীয় চরণে যে শব্দটি 'বঙ্গালে' তা সুকুমার সেনের পাঠে হয়েছে 'দঙ্গালে।' ৩৬ নং চর্যায় সুকুমার সেনের পাঠে যা 'বামর' শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে তা 'বাহু।' অথচ শব্দটি টীকা অনুসারে 'বামনাগার।' আবার ১৫নং চর্যায় শহীদুল্লাহ্ অনুসারে 'গুমা' শব্দের অর্থ 'থানা' কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিচারে তার অর্থ 'গুল্ম।' আবার শহীদুল্লাহ ৩৯ নং চর্যায় 'ঘুণ্ড ' শব্দটিকে 'গুণ্ডা' শব্দের প্রাচীন রূপ বলে অভিহিত করেছেন অথচ সুকুমার সেনের বিচারে তার অর্থ–'পর্যটক।' আলোচ্য প্রবন্ধে এই সমস্যার প্রতি আলোক-পাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগের নির্ভরযোগ্য নিদর্শন *চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়* বা চর্যাপদ; পদসংখ্যা ৪৬$\frac{১}{২}$ + ৪৭টি। পদকর্তা ২২ জন। মূল পুঁথিতে ২৩ জন পদকর্তার ৫০টি পদ ছিল। যে পদকর্তার উল্লেখ নাই তিনি হচ্ছেন–তান্ত্রিপাদ; তাঁর পদসংখ্যা '২৫'; এছাড়াও কাহ্ন পাদের ২৪ নং চর্যা এবং কুক্কুরী পাদের ৪৮ নং চর্যা দুটি পাওয়া যায়নি। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ–গ্রন্থাগার থেকে বাংলা ও নেপালী অক্ষরে লেখা *চর্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়* নামে পদ সংকলন এবং সরহপাদ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষের পুঁথি সংস্কৃত টীকাসহ আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ সালে টীকা ও মূলসহ এই পুঁথিগুলির সাথে পূর্বে সংগৃহীত কাহ্নপাদের ডাকার্নব সংযোজিত করে তিনি নিজ সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* নামে প্রকাশ করেন।

চর্যাপদের ভাষা বা সময়কাল এখনো বিতর্কিত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার ভাষাকে বাংলা বলে চিহ্নিত করলেও ড. দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার এ-ভাষাকে অবিমিশ্রভাবে বাংলা বলতে পারেননি। বাংলার পাশাপাশি নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার অন্যান্য শাখার দাবী থেকেই গিয়েছে। এমন কি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার ভাষাকে বাংলা বলে চিহ্নিত করেও স্বীকার করেছেন যে আর্যদেবের ভাষা ওড়িয়া। শান্তি পাদের ভাষা মৈথিলী এবং অন্যান্যদের ভাষা বঙ্গ–কামরূপী।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত অনুসারে চর্যার রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী; ড. সুকুমার সেন এই মতকে সমর্থন করেও এর রচনাকালের নিম্নতম সীমা চতুর্দশ শতক ও ঊর্ধ্বতম সীমা একাদশ শতাব্দী বলে চিহ্নিত করেছেন। ড. সুনীতিকুমার মনে করেন বাংলা বা অন্যান্য প্রাদেশিক আর্যভাষার উদ্ভব ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে হয়নি। সুতরাং প্রাচীনতম বাংলার নিদর্শন চর্যাপদ-এর সময়কাল তার আগে হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও তাঁর সমর্থকেরা তিব্বতী সূত্রে প্রাপ্ত *চৌরাশীসিদ্ধার* আবির্ভাবকালের উপর ভিত্তি করে এর রচনাকালকে সপ্তম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের নির্ধারিত কালসীমা ৭৫০–১০৫০; পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে— অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী। লক্ষণীয় যে চর্যার প্রাচীনতম সময় নিয়ে মতভেদ যত গভীর সর্বশেষ প্রান্ত নিয়ে ততটা নয়। যেমন দশম–একাদশ শতক তিনজনের মতেই পাওয়া যায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন চর্যাপদ সম্পাদকের সম্পাদিত পাঠের শব্দবিশ্লেষণ, অর্থ ও সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য তা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের ভিত্তি হিসাবে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র *Buddhist Mystic Songs* গ্রন্থ দুটি গ্রহণ করেছি। প্রথমতঃ দুটি গ্রন্থের পাঠভেদ নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র গ্রন্থে প্রদত্ত শব্দগুলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং মহোমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শব্দের পরিসংখ্যানের সঙ্গে আমাদের বিশ্লেষিত শব্দের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

চর্যাপদ-এ লুইপাদের দুটি 'চর্যা' আছে–১ ও ২৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১ নং চর্যার 'বেনি' শব্দটিকে সংস্কৃত বলেছেন। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র শতে শব্দটি বাংলা। শ্রীহরিচরণবন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয়শব্দকোষ* অভিধানে 'নদী সংগম' অর্থে 'বেনি' বা 'বেনী'র উল্লেখ আছে যা সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু দুই অর্থে ব্যবহৃত 'বেনি' শব্দটিকে

তিনি বাংলা বলেছেন যার ব্যুৎপত্তি ঐ অভিধান অনুসারে— সং দ্বি› প্রা বেন্নি› বাংলা বেনী, বেনি; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ['বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত; পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ৮ নভেম্বর ১৯৬৮, ১২৫ পৃ.] মতে "প্রা বাঙ্গালায় এবং উড়িয়ায় 'উভয়' অর্থে বেনি< প্রা বেন্নি= বে+ন্নি 'তিন্নির' সাদৃশ্যে ব্যবহৃত। একই চর্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত 'পঞ্চ' শব্দ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে 'পাঞ্চ' বাংলা। 'IAL' এ 'পাঞ্চ' শব্দটি ওড়িয়া। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শব্দটিকে বাংলা বলেছেন। 'পিণ্ডি' শব্দটি সংস্কৃত যার অর্থ 'পীড়ি' অথচ শাস্ত্রীর পাঠে শব্দটি হয়েছে 'পাণ্ডি' যা তাঁর মতে প্রাকৃত। শাস্ত্রী 'অইস'/ 'কইসে' শব্দগুলিকে প্রাকৃত বলেছেন কিন্তু আমাদের মতে শব্দগুলি হিন্দী, মৈথিলী; কৃষ্ণপাদের চর্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়েও তিনি 'অইস' কৈসন', 'কইসে' শব্দগুলিকে সংস্কৃত হতে উৎপন্ন, পুরান বাঙ্গালায় চলিত কিন্তু এখন অপ্রচলিত বলেছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব্দ এখন বাঙ্গালায় চলিত নাই। বরং নিকটবর্তী ভাষায় চলিত আছে।' মূলতঃ মাগধী অপভ্রংশের আধুনিক প্রতিনিধি হচ্ছে বাংলা, আসামী, ওড়িয়া, মগহী, মৈথিলী এবং ভোজপুরিয়া। হিউ-এন-সাং (Hiuen Thsang) এর বিবরণী অনুসারে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে বিহার, বাংলা এবং পশ্চিম আসামের মৌখিক ভাষা একই প্রকার ছিল। সুতরাং চর্যার ভাষার ভিত্তি বাংলা হলেও একই শব্দের উপর নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যান্য শাখারও দাবী থাকতে পারে। উপরন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই শব্দগুলিকে (অইস, কৈসন, কইসে ইত্যাদি) পশ্চিমা হিন্দী বলেছেন। তাঁর মতে–

> The forms without
> -n-, corresponding to
> the Western Hindi
> —aisa, aise etc,
> do not seem to occur
> In East Magadhan.

(Origin and Development of Bangali Language —page 854)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে তাঁর মতে সর্বনামীয় রূপ 'জো' 'সো' 'কো' 'জসু', 'তসু' অথবা সর্বনামীয় বিশেষণ— জিম, তিম, জইসন, তইসন, জইসো প্রভৃতি সৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে আগত বাংলার কৃতঋণ শব্দ। ১ নং চর্যার 'সুনু' শব্দটিকে আমরা সিন্ধি ও গুজরাটী বলে চিহ্নিত করেছি।' উল্লেখ্য যে ৪৪ নং চর্যার 'সুন' শব্দটিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা বলেছেন। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অভিধানে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিম্নরূপ :

সং শূন্য > প্রা সুন্ন? বা (সূন) শুনন, শুনঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে মৈথিলী -সূন; হি-সূনা;

আর এল টার্নারের *A Comparative Dictionary of the INDO Aryan Languages"* (সংক্ষেপে I. A. L.) অনুসারে–

সিন্ধি	সুনু
পাঞ্জাবী	সুন্ন
ভোজপুরিয়া	সূন
মারওয়ারী	সুনো
গুজরাটী	সূন, সূনূ
মারাঠী	সুনা।
মধ্যবাংলা	সুন
ওড়িয়া	সুন
হিন্দী	সূন

শব্দটি মধ্যবাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত ছিল, সেখান থেকে আধুনিক বাংলায় এসেছে। মূলতঃ শব্দটি প্রাচীন কালে অন্যান্য ভাষায় ছিল পরে তা বাংলায় গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কারণে শব্দটি আমরা বাংলা বলে চিহ্নিত করিনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসারে 'বট' অর্থ 'বটে'-- সুতরাং প্রাচীন বাংলা হতে পারে কিন্তু শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে 'বট' এর স্থানে আছে 'বঢ়' — যার অর্থ মূর্খ। এবং যাকে অপ্রভ্রংশ প্রাকৃত বলা হয়েছে। শাস্ত্রীর ১নং চর্যার ৭ ও ৮ লাইন দুটি নিম্নরূপ—

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।

সুনু পাখ ভিতি লেহ রে পাস।।

কিন্তু শহীদুল্লাহ্ পাঠে উপরিউক্ত চরণ দুটি নিম্নরূপ–

এড়িঅউ ছান্দ বান্ধ করণ কপটের আস

সুনু পাখ ভিড়ি লাহ রে পাস।

১ম উদাহরণে 'করণ' শব্দটি বিশেষ্য— এর সাথে বিভক্তি হিসাবে যুক্ত হয়েছে 'ক'; কিন্তু ২য় উদাহরণে শব্দটি ক্রিয়া (কর+ অন) এবং এই শব্দের সাথে 'ক' বিভক্তি রূপে যুক্ত নয়; 'ক' পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষর; ফলে 'করণক পাটের' পরিবর্তে আমরা পাই 'করণ কপটের; যেখানে করণ ক্রিয়া এবং 'কপট' বিশেষ্য; কিন্তু শাস্ত্রীর পাঠে 'করণ' ও 'পাট' দুটিই বিশেষ্য শব্দ। আবার প্রথম উদাহরণে 'ভিতি'র অর্থ আশ্রয় যা 'বিশেষ্য' কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরনে 'ভিতি' হয়েছে 'ভিড়ি' যার অর্থ 'ভিড়িয়া' এবং যা ক্রিয়া শব্দ। শাস্ত্রী ১ম চর্যায় 'তরুবর'

শব্দটিকে দুটি শব্দ (তরু ও বর) ধরেছেন। শাস্ত্রীর পাঠে 'উহ' সর্বনাম কিন্তু শহীদুল্লাহ্'য় তা 'ক্রিয়া' হিসাবে ব্যবহৃত। লুইপাদের দুটি পদে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে ৫৪টি নাম শব্দের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ৫৪ টি নামশব্দেরমধ্যে–

সংস্কৃত শব্দ	১৪=	২৬%	
প্রাকৃত শব্দ	১৮=	৩৩%	
বাংলা শব্দের প্রাচীন অবস্থা	১৮=	৩১·৪৮% =	৪০%
চলিত বাংলা	৫=৯·২৫%		

আমরা ১ নং ও '২৯' চর্যা দুটিতে নামপদের সংখ্যা ধরেছি ৬১টি : এর মধ্যে ব্যক্তিনাম বাদ দিয়ে শব্দ সংখ্যা–৫৭টি : যার মধ্যে—

সংস্কৃত শব্দ ১৭= ৩১%
প্রাকৃত শব্দ – ২১ = ৩৬%
বাংলা – ১২ = ২১%
বিভিন্ন ভাষার শব্দ – ৭ = ১২%

ভুসুকু পাদের মোট ৮টি চর্যা আছে—৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯।

শাস্ত্রীর মতে তাঁর আটটি গানে ভুসুকু নামটি বাদে ৩২৩ টি কথা আছে (নামশব্দ ক্রিয়া ও সর্বনামসহ)। এর মধ্যে—

সংস্কৃত – ৩৭ = ১২%
বিকৃত সংস্কৃত ৬৮ = ২১%
পুরাণবাংলা ১৮৬ = ৫৮%
চলিত বাংলা ৩২ = ১০%

বিকৃত সংস্কৃত শব্দ বলতে তিনি যষহর, যহজ, সসর, সেস শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সেকালের লোকে বানানটা বড় গ্রাহ্য করতো না অথবা এগুলি লেখকের ভুলও হতে পারে। আমাদের মতে ভুসুকুর আটটি পদে (পুনরাবৃত্তি ও নামসহ) শব্দসংখ্যা ৪০৮টি। অনির্ধারিত শব্দ ৬টি— উঞ্চল পাঞ্চল, পড়িবিষু, কট (৪বার)। সুতরাং শব্দ সংখ্যা হচ্ছে ৪০২টি। ব্যক্তি নাম বাদ দিয়ে নামশব্দের সংখ্যা – ২৫৮ টি যার মধ্যে

সংস্কৃত – ৬১ = ২৪%
প্রাকৃত– ৭০ = ২৭%
বাংলা– ১০৭ = ৪১%

বিভিন্ন ভাষার শব্দ– ২০ = ৮%

চর্যাপদে কৃষ্ণাচার্য্য/কৃষ্ণপাদের মোট ১২টি পদ আছে। ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হিসাবে এই পদগুলিতে মোট ৪৩৮টি শব্দ আছে। যার—

সংস্কৃত শব্দ – ৬৮ = ১৬%
চলিত বাংলা – ৫৫
পুরান পুঁথির বাংলা – ১৮৬　　২৪১ = ৫৫%
সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন
কিন্তু বাংলায় প্রচলিত　　১২৯ = ৩০%
নাই

শাস্ত্রীর মত অনুসারে ৬৮টি সংস্কৃত শব্দের মধ্যে ৯ নং চর্যার 'এবংকার' 'তথতা', 'তথাগত', 'দশবল' শব্দগুলি বৌদ্ধ শব্দ; ৭ নং চর্যার 'উ', 'মা' ভব–পরিস্থিনা' শব্দগুলিও সংস্কৃত কিন্তু বাংলায় চলিত নাই। ৫৫টি বাংলা শব্দ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে শব্দগুলি শুধুমাত্র বাংলাতেই চলে অন্য কোন নিকটবর্তী ভাষায় তা প্রচলিত নয়। তাঁর মতে ১৮৬ টি পদ থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দ বাংলায় প্রচলিত।

বোব্–বোবা
বোল – বুলি
ভাল – ভাল
দেহ – দে
মালী – মালা।

সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন, অথচ বাংলায় প্রচলিত এমন শব্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে আইস, কৈসন, কইসে ইত্যাদি শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 'ছিনালী' 'জৌতুক', 'টাল' প্রভৃতি শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত।

'এবংকার' শব্দটি আমাদের বিচারে 'বাংলা'। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গলা ভাষার অভিধান*-এ 'এবং' অব্যয় শব্দটির সাথে 'কার' যুক্ত হয়েছে যার অর্থ বৌদ্ধ বাংলায় 'একার ও বকার' এবং সন্ধা ভাষায় চন্দ্র ও সূর্য্য— যা বিশেষ্য শব্দ। 'তথাগত' 'দশবল' 'তথতা' বা বোব, বোল, ভাল, মালী, ছিনালী শব্দগুলির বিশ্লেষণে কোন দ্বিমত নাই। আমাদের মতে কাহ্নপাদের ১২টি পদের ব্যক্তিনাম বাদ দিয়ে নাম শব্দের সংখ্যা ৩৬৯টি, যার মধ্যে—

সংস্কৃত —　　৭৮=　　২১%
প্রাকৃত — ৭২　　২০%
বাংলা — ১৯৪=　　৫৩%

বিভিন্ন ভাষার শব্দ - ২৫= ৭%

চর্যাপদে ৪৭ নং চর্যাটি ধর্ম্মপাদ বা ধামপাদের এবং ৪ নং চর্যাটির রচয়িতা গুণ্ডরী পাদ। [শাস্ত্রীর মত অনুসারে উভয়ই একই ব্যক্তি।] এই দুটি পদের শব্দ সংখ্যা ৯২টি। এর মধ্যে—

সংস্কৃত- ২১ =২৩%
সংস্কৃত হতে উৎপন্ন ১৪ =১৫% (শুধু বানানের পরিবর্তন)
পুরান বাঙ্গালা ৪৪= ৪৮%
চলিত বাঙ্গলা ১৩ =১৪% = ৬২%

তাঁর সংস্কৃত হতে উৎপন্ন শব্দের উদাহরণ-

ধুম <ধূম (সংস্কৃত)
ণবগুণ= নবগুণ (সংস্কৃত)
মুহ= মুখ (সংস্কৃত)
বাম্ম= ব্রাহ্ম (সংস্কৃত)
সুজ = সূর্য্য ইত্যাদি

আমরা 'মুহ' শব্দটিকে প্রাকৃত ধরেছি। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অনুসারে এর ব্যুৎপত্তি—

সং মুখ > প্রা মুহ > বাং মুহ
হি- মুহ।
মৈ- মুহ,
ওড়িয়া - মুহ

অনুসারে-

সং মুখ > প্রাকৃত মুহ
বাংলা - মু
মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, বিহারী- মূহ
হিন্দী- মুহ, মুই;

ধুম - সংস্কৃত শব্দ কারণ প্রাচীন বাংলায় অ / আ, ই / ঈ, উ / ঊ , শ / ষ / ম বা ন / ণ র পার্থক্য ছিল না। তবে ব্রাহ্ম এবং সুজ — বাংলা শব্দ। ৪৭ ও ৪ নং চর্যা দুটির ৬৫টি শব্দের মধ্যে—

সংস্কৃত- ২৪ = ৩৭%
প্রাকৃত - ১১ = ১৭%
বাংলা - ৩০ = ৪৬%

'ধেতন' বা ঢেন্টন পাদের চর্যা-৩৩; শাস্ত্রী অনুসারে ৪৩ টি শব্দের মধ্যে—

সাংস্কৃত - ৩ = ৭%
সং হতে উৎপন্ন - ৩ = ৭%

পুরান বাঙ্গালা – ২৪ = ৫৬٪　　৮৭٪
চলিত বাঙ্গালা – ১৩ = ৩১٪

আমাদের মতে ৩৩ নং চর্যার (নাম বাদ দিয়ে) ৩০ টি নাম শব্দের মধ্যে—

সংস্কৃত – ৩ = ১০٪
প্রাকৃত – ৪ = ১৩٪
বাংলা – ১৯ = ৬৩٪
বিভিন্ন ভাষার শব্দ – ৪ = ১৩٪

মহীধর বা মহীপাদের ১৬ নং চর্যায় শাস্ত্রী অনুসারে শব্দসংখ্যা ৬৪; এবং আমাদের মতে ৭১ টি শব্দের মধ্যে নামশব্দ ৪৮ টি : এর মধ্যে —

শব্দ	শাস্ত্রী	আমাদের মতে
সংস্কৃত	২২٪	৪৬٪
বাংলা	৫৮٪	৩৩٪
সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন	২০٪—	
প্রাকৃত	–	১৫٪
বিভিন্ন ভাষার শব্দ	–	৬٪

'চর্যাপদ'-এ সরহপাদের পদসংখ্যা ৪টি; ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ শাস্ত্রী অনুসারে শব্দের সংখ্যা ১৮২ টি। আমাদের মতে সর্বমোট ২৩১ টি শব্দের মধ্যে নামশব্দ ১৬৪টি। যার মধ্যে—

শব্দ	শাস্ত্রী	আমাদের মতে
সংস্কৃত	১৩٪'২৯٪	
বাংলা	৫৭٪	৪৪٪
প্রাকৃত	–	২২٪
বিঃ ভাষার শব্দ	–	৫٪
সং হতে উৎপন্ন	১৯٪	

৮ নং চর্যাটি কম্বলাম্বর পাদ এর; চর্যাটিতে যে চরণটির পাঠ শহীদুল্লাহ্ অনুসারে –

গেলী জাম বা ইড়ই কইসে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসারে চরণটির পাঠ –

গেলী জাম বহু উই কইসে।

শহীদুল্লাহ্র 'বাহুড়ই' ক্রিয়া শব্দটি শাস্ত্রীর পাঠে দুটি শব্দ — যার একটি বিশেষণ অন্যটি ক্রিয়া।

শাস্ত্রী এবং আমাদের মতে ৮ নং চর্যার শব্দ –

শব্দ	শাস্ত্রী	আমাদের
সংস্কৃত	১০%	১৯%
বাংলা	৭৯%	৫০%
প্রাকৃত	–	১১%
বিভিন্ন ভাষার শব্দ	–	১৯%
সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন	১০%	–

'৪৪' নং চর্যাটি কঙ্কনপাদের যেখানে–

শব্দ	শাস্ত্রী	আমাদের
সংস্কৃত	১০%	৮%
বাংলা	৭০%	৫৮%
প্রাকৃত	–	১৯%
বিভিন্ন ভাষার শব্দ	–	১৫%
সংস্কৃত হতে উৎপন্ন	২১%	–

'৪৪' নং চর্যাটির 'বিহাণ' শব্দটি শাস্ত্রীর মতে বাংলা; শব্দটি শহীদুল্লাহ্ অনুসারে বি এবং 'হান' অর্থাৎ দুটি শব্দ। 'বি' – প্রাকৃত অব্যয় এবং 'জান' — ক্রিয়াপদ।

অন্যান্য চর্যার পরিসংখ্যান শাস্ত্রীর মত অনুসারে

শব্দ সংখ্যা		চর্যার সংখ্যা	সংস্কৃত	হতে উৎপন্ন	পুরান বাঙ্গালা	চলিত ভাষা
	আর্য্যদেব	৩১	৫٪	২৪٪	৬৬٪	৫٪
	কুক্কুরীপাদ	২,২০	১০٪	৮٪	৬৬٪	১৬٪
	চাটিলপাদ	৫	২৪٪	১৭٪	৫৪٪	৪٪
	জয়নন্দী	৪৬	১৭٪	২৯٪	৫৫٪	×
	ডোম্বীপাদ	১৪	১০٪	১০٪	৪০٪	৯٪
	তাড়ক পাদ	৩৭	১৫٪	৩৮٪	৩৮٪	৯٪
	দারিকপাদ	৩৪	১৯٪	২৩٪	৫৪٪	৪٪
	বীণাপাদ	১৭	২৩٪	১১٪	৫৫٪	১১٪
	বিরুবাপাদ	৩	১৫٪	৫٪	৪৯٪	৩১٪
	ভাদেপাদ	৩৫	১০٪	১৮٪	৬০٪	১৩٪
	শবরপাদ	২৮,৫০	১১٪	৩৭٪	৪০٪	১২٪
	শান্তিপাদ	১৫,২৬	১৩٪	১৯٪	৫৫٪	১৩٪

আমাদের পরিসংখ্যান

নাম শব্দের সংখ্যা		চর্যার সংখ্যা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা	বিভিন্ন ভাষার শব্দ
২৫	আর্য্যদেব	৩১	২৪%	২৪%	৪৮%	৪%
	কুক্কুরীপাদ	২০	১৭%	১৬%	৫৫%	১২%
৩৫	চাটিলপাদ	৫	২৮%	২৬%	৪৩%	৩%
২৭	জয়নন্দী	৪৬	১৫%	১৯%	৫৯%	৭%
৫৩	ডোম্বীপাদ	১৪	২৬%	১৩%	৫৫%	৬%
	তাড়কপাদ	৩৭	৩৭%	৩%	৪৩%	
৪৭	দারিকপাদ	৩৪	৪০%	২৮%	২৮%	৪%
৩৪	বীণাপাদ	১৭	২০%	১৮%	৫৯%	৩%
২৯	বিরুবাপাদ	৩	২৮%	২৮%	৩৮%	৭%
	ভাদেপাদ	৩৫	১৮%	২৩%	৫০%	৯%
১৭৬	সবরপাদ	২৮,৫০	১৭%	৩৩%	৩৭%	১৩%
৮৫	শান্তিপাদ	১৫,২৬	৩৪%	২০%	৪১%	৫%